বিদ্যালয়ে যৌন নির্যাতন থেকে শিশুর সুরক্ষায় নির্দেশিকা

বিদ্যালয়ে পাঠরত একজন শিশু তাঁর বাড়ির বাইরে সবচেয়ে বেশি সময় কাটায় বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুবান্ধব হবে এমনটাই স্বাভাবিক। সেজন্য 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫' থেকে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ সবত্রই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং শিশুবান্ধব পরিবেশের কথা বলা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সবকিছুর পরেও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনাতেই নানাভাবে শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে। এমনকি শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকারও হচ্ছে। মাঝে মধ্যেই সংবাদপত্রের পাতায় এই নির্মম সত্য আমাদের দেখতে পাই আমরা।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি কার্যকর করা তাই জরুরি। একজন শিশুর অভিভাবকের মামলার ভিত্তিতে কলকাতা উচ্চ-আদালত নির্দেশ দেয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের যারা নির্দেশিকা তৈরি করবেন এবং তা কার্যকর হবে বিদ্যালয়ে শিশুদের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য। বিশেষজ্ঞ কমিটির তৈরি করা 'Final Report on SOP for safety and security of children in school' উচ্চ-আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়।

আদালত কর্তৃক গৃহীত এই Final Report এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়ে যৌন

সমপথ

জুলাই-অক্টোবর ২০১৯

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

নির্যাতন থেকে শিশুর সুরক্ষায় নির্দেশিকা (Guideline for the child safety from sexual Abuses in the school) প্রকাশ করে গত ২৬ জুন, ২০১৯ তারিখে।

বিদ্যালয় আঙিনায় শিশুদের সুরক্ষায় এই নির্দেশিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই নির্দেশিকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষিপ্তভাবে সকলের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন বিবেচনায় এই নির্দেশিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমপথের পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হল।

নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

- বিদ্যালয়ের পরিবেশকে নিরাপদ ও ইতিবাচক দিকে উন্নত করা যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোনো যৌন নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত থাকবে এবং শিক্ষণ ও বিকাশের সহায়ক হবে।
- শিশুদের যৌন হেনস্তা থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষার জন্য এবং তা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়কে সাহায্য এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা।
- যৌন নির্যাতনের লক্ষণ বোঝা এবং কখন শিশুর সুরক্ষার প্রয়োজন আছে তা বুঝতে কর্মীদের সক্ষম করে তোলা এবং একই সাথে তাঁদের সক্ষম করে তোলা দ্রুত পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য ।
- শিশু সুরক্ষার নির্ধারিত মান কার্যকর করতে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার জন্য পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা।

নির্দেশিকার প্রয়োগ ক্ষেত্র

- সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ, শিক্ষা পর্ষদ/প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং ছাত্রছাত্রী যাঁদের বয়স ১৮ বছরের নীচে।

বিদ্যালয়ে শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন বন্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা

১. কর্মীদের নিয়োগের সময় চারিত্রিক এবং পূর্ববর্তী অবস্থান পরীক্ষা।
২. বিদ্যালয়ে জরুরি যোগাযোগের রেজিষ্টার।
৩. বিদ্যালয়ের যোগাযোগ তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরিবারের সদস্যদের সাথে বাধ্যতামূলক বিনিময়।
৪. প্রতিটি আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের বিবরণ রক্ষণাবেক্ষণ।
৫. সাধারণ স্কুলের সময়ের বাইরে শ্রেণিকক্ষ এবং অন্যান্য কাজের বাধ্যতামূলক দেখাশোনা করা।
৬. সম্পর্ক এবং যৌন শিক্ষা।
৭. বিদ্যালয় কর্মীদের ধারাবাহিকভাবে কর্তব্য পালন।
৮. বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেখাশোনা করার জন্য কমিটি ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কমিটিতে থাকবেন

- প্রধান শিক্ষক/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক চেয়ারম্যান হিসেবে ।
- একজন মহিলা শিক্ষক অথবা মহিলা শিক্ষকের অভাবে একজন পুরুষ শিক্ষক।
- দুজন অভিভাবক সদস্য।
- স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পুলিশ/দমকল/জরুরি বিভাগ ইত্যাদি/প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে আমন্ত্রিত সদস্যবৃন্দ।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কমিটিতে থাকবেন

- প্রধান শিক্ষক/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক চেয়ারম্যান হিসেবে।
- একজন মহিলা শিক্ষক অথবা মহিলা শিক্ষকের অভাবে একজন পুরুষ শিক্ষক ।
- বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটির সভাপতি।
- দুজন অভিভাবক সদস্য ।
- স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পুলিশ/দমকল/জরুরি বিভাগ/প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইত্যাদি থেকে আমন্ত্রিত সদস্যবৃন্দ।

৯. বিদ্যালয়ে মতামত/অভিযোগ জানানোর জন্য বাক্স এবং পরামর্শদাতা ।
১০. প্রমাণের সুরক্ষা।
১১. শিশুর পরিচয়ের গোপনীয়তা রক্ষা ।
১২. অভিযুক্তের পরিচয়ের গোপনীয়তা
১৩. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে স্থানীয় থানা অথবা এস জে পি ইউ কে ঘটনা সম্পর্কে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জানাবেন।
১৪. অভিযোগ পাওয়ার পর বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা।

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

শিশুরাই পথ দেখাবে

পৃথিবীর আজ গভীরতম অসুখ। সে কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ১৬ বছরের কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গ। রাষ্ট্রনায়কদের চোখে চোখ রেখে শিশুদের ভবিষ্যৎ কেড়ে নেওয়ার দুঃসাহস-এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য সমাজ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছে বহু মানুষ। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য কি এবং কেন এই প্রশ্ন করতে শেখা। মহাবিশ্বের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীকে সুস্থ রাখতে, শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার কাজ করার কথা ছিল আমাদের বড়দের। অনেকগুলো শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও আজও আমরা বড়রা বড় হয়ে উঠতে পারলাম না। মানুষ হয়ে উঠতে পারলাম না। ধর্ম, জাতপাতের নামে আজও মানুষ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষে মানুষে হানাহানি, চূড়ান্ত বৈষম্য, প্রকৃতির ওপর আগ্রাসন, দূষণে আক্রান্ত পরিবেশ। পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ মাত্র এক শতাংশ মানুষের অধিকারে। অসাম্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে সাংস্কৃতিক দূষণের ধারাবাহিক নির্মাণ মানুষকে অমানুষ করে তুলছে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচক, ২০১৯ অনুযায়ী ১১৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০২। বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বৈষম্যের কারণেই সমাজদেহে দেখা দেয় নানা অসুখ। সরকারি স্তরেই নানা ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং শিশুদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বর্তমান বছরটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বিশতজন্মবর্ষ। এই দুজন যুগপুরুষই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা এই সামাজিক ব্যধি থেকে আজও মুক্ত হতে পারিনি। বাল্য বিবাহ, শিশু পাচার, শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, শিশু অপরাধের খবর সংবাদ মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশ আমাদের বর্তমান সমাজের আসল চেহারা তুলে ধরে। প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারলে এবং সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেই শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব।

আমরা চাই প্রতিটি শিশু সমগুণমানের শিক্ষা পাক। শিক্ষায় বৈষম্য দূর হোক। গুণমানের শিক্ষা অর্থে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা। যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে যুক্তিবোধ, বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ, বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বিকশিত হবে। শিশুরা সকলে মিলে একসাথে বাঁচার শিক্ষা পাবে। সেই শিশুরাই ভবিষ্যতের সুন্দর সমাজ গড়তে পারবে। গ্রেটা থুনবার্গদের মতো শিশুরাই আমাদের পথ দেখাবে।

তৈরি থাকার গল্প

দেবাদৃতা সেনগুপ্তা

কাজের সূত্রে আমায় প্রায়ই রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে যেতে হয়। অবশ্য আমার বেড়াতেও খুব ভালো লাগে। সেবার এক জায়গায় খুব বন্যা হয়েছিল। সেরকমটা নাকি তার আগে অনেক বছর হয়নি। আমরা যখন গেলাম, দেখলাম বেশরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক মানুষ ত্রাণশিবিরে বসবাস করছেন। সেখানে রান্না হচ্ছে বড় বড় পাত্রে। আমাদের কাজ ছিল মানুষের সাথে, কর্মীদের সাথে কথা বলা, পরিস্থিতি বোঝা ও কীভাবে মানুষের পাশে সবাই মিলে দাঁড়ানো যায়, তা স্থির করা।

সব জায়গাতেই তখন জল থই থই। এমনই ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় - আচ্ছা তার আগে বলেনিই একটু জায়গাটা সম্পর্কে। না হলে কী দেখলাম, আর দেখে কী শিখলাম তা বোঝা যাবে না।

যাওয়ার আগে আমরা জানতাম, সেখানে প্রতি বছর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। নদীর থেকে জল আসে, জল যায় খাল বেয়ে। সে জায়গায় রয়েছে বহু পুরোনো খাল। জল কূল ছাপিয়ে গ্রামগুলিকে দেয় ভাসিয়ে।

তা সেবছর আমরা গিয়ে দেখি কি-জল তো যেখানে কূল ছাপায়নি। আর বৃষ্টির জন্য যেখানে বন্যা হয়েছে, তাদের কেও জলে ডোবা বাড়িতে থাকতে হচ্ছে না তো!

কিরকম হলো কান্ডখানা? আসলে হয়েছে কি? সেখানে সবাই আগে থেকেই বুঝে নিয়েছে যে কেন বন্যা হচ্ছে। আর তার জন্য বৃষ্টি আসার আগেই তারা সবাই ছিল তৈরী। তাই ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশি কিছু হয়নি। আর সবাই সময়মত ইস্কুলে, কলেজে, আপিসকাছারী সব জায়গায় যেতে পেরেছে।

তা কি হয়েছে জানো? তারা কি করেছে-প্রথমেই ছেলেমেয়ে, জোয়ান, বুড়ো, বুড়ি সব এক সাথে বসে, নিজেদের এলাকার একটা ছবি মানে মানচিত্র এঁকে ফেলেছে। আর তাতে দেখা যাচ্ছে-কার বাড়ি কোথায়, ইস্কুল কোথায়, কোথায়ই বা অফিস পাড়া, খাল বিল, পঞ্চায়েত আপিস, বিডিও আপিস, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, ত্রাণশিবির, আরও সব কি কি।

আর সেই ছবিতে তারা এঁকেছে লাল রঙের গোল্লা করে, কিসের থেকে বিপদ হতে পারে। মানে কিনা, খালের জল, বেশি বৃষ্টি হলে কূল ছাপাতে পারে আর খুব গরমে খড়ের গাদায় আগুন লাগতে পারে।

তা এই পর্যন্ত শুনে, মুন্নি বল্লে, ''আহা খুব গরমে, কাঠ ফাটা রোদ্দুরে আর বর্ষার জলে কি বন্ধু, যে একসাথে আসবে? ওরা তো আলাদা ঋতু, বছরের আলাদা সময় আসবে।'' ঠিকই।

তাতে হেডমাস্টারমশায় (উনিও মিটিং-এ ছিলেন কিনা) বল্লেন, ''তাতো বটেই, তবে কিনা, আমরা ঋতু অনুযায়ী মাস অনুযায়ী সমস্যাগুলিকে সাজিয়ে নেবো আর যেমন যেমন বিপদের আশঙ্কা তেমন তেমন কাজ করবো।''

তারপরে কি হলো, একটা বড়ো কাগজে লেখা হল সে জায়গায় কি কি বিপদ হতে পারে-অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, আগুন লাগা-এই রকম। কিছু তার প্রাকৃতিক, কিছু বা মানুষের কারণে।

তারপরে দেখা হলো, চারপাশে যা আছে, তার থেকে বিপদ বাড়ছে কিনা। মানে, খাল বেয়ে যায় নদের জল। কিন্তু খালে যদি মাটি জমতে থাকে, তাহলে কম জলেই দুকূল উপছে খালের জল ভাসিয়ে দেবে ঘরবাড়ি ক্ষেত-ক্ষামার, ইস্কুল, অঙ্গনওয়াড়ী। আবার খালের ধারে আছে বাঁধ, তাতে যদি ইঁদুর গর্ত করে রাখে। বাঁধ সহজেই ভেঙ্গে যাবে। সেজন্য সজাগ থাকতে হবে আর সময়মতো মেরামতি করতে হবে।

আর তারপরেও যদি খুব বন্যা হয়, বাড়িতে মজুত রাখতে হবে শুকনো খাবার, পানীয় জল, ওষুধ, টর্চ, ব্যাটারী, মোমবাতি, দেশলাই ইত্যাদি। যাতে সাহায্য না আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকে।

তাই শুনে সন্টু বল্লে, ''কিন্তু আমার গাঁয়ে যে বাড়ি ডুবে যায়, তাহলে কি হবে?'' সঙ্গে সঙ্গে ভোলা, রতন, গুড়িয়া সমস্বরে বলে উঠল ''তবে আবার কি? তোমার গাঁয়ে ত্রাণশিবির আছে না? সময় থাকতে সবাইকে নিয়ে সেখানে যেতে হবে তো।''

কিন্তু কি করে বুঝবো, কখন যাব ত্রাণশিবিরে? রেডিও, টিভিতে আবহাওয়ার খবর শুনবো নিয়ম করে এলাকায় ঘোষণাও হবে। সেই অনুযায়ী যাবো আমরা।

আর কি করবো? জরুরী কাগজ প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে নিরাপদ জায়গায় রাখবো।

শুধু কি এতেই থেমে ছিলো ওরা? নাগো ওরা আরও শিখেছে অনেক কিছু। কিন্তু তা বলবো আবার যখন দেখা হবে, থুড়ি, কথা হবে, তখন।

প্রথম পাতার শেষাংশ ....

১৫। শিশুর বিদ্যালয় পরিবর্তনের স্বাধীনতা ।
১৬। শিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষার পদ্ধতি ।

আমাদের দায়িত্ব

- নির্দেশিকা সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রচার ও জনসচেতনতা তৈরি করা।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই নির্দেশিকা যথাযথ পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো।
- প্রয়োজনে অভিভাবকদের নিয়ে সভা করে এই নির্দেশিকা সম্পর্কে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত করা
- এই নির্দেশিকার প্রচারের সাথে সাথে শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করা ।

সংগঠন সংবাদ

খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১৯ নিয়ে আলোচনা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে এবং সংলাপের সহায়তায় গত ২৪ জুলাই, ২০১৯ 'খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১৯' নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় কলকাতার হোটেল থেমস ইন্টারন্যাশনাল-এর সভাগৃহে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য অরূপ দাস এবং সংলাপের পক্ষে সৌভিক বসু উপস্থিত সকল প্রতিনিধিকে স্বাগত জানান। আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত এবং সাবির আহমেদ। প্রতীচী ট্রাস্টের গবেষক এবং লেখক সাবির আহমেদ বলেন খসড়া নীতি সম্পর্কে মতামত জানানোর নানা সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, খসড়া নীতিতে শিক্ষার দার্শনিক বিষয় বোঝাপড়ার থেকে দক্ষতা বিকাশের দিকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত বক্তব্য রাখছেন

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত বলেন, এই খসড়া নীতি বাজারের চাপে তৈরি করা হয়েছে। উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে সেমিস্টার পদ্ধতির প্রস্তাবেরও তিনি সমালোচনা করেন।

ক্রাই-চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ-এর পক্ষে সুশান্ত চক্রবর্তী ০ থেকে ৩ বছরের শিশুদের যুক্ত করা এবং শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিকাশের প্রয়োজনে নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর এবং মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মিলিতভাবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। বক্তাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে মতামত দেন এবং

সাবির আহমেদ বক্তব্য রাখছেন

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দিলীপ পাল, অরূপ দাস, বিষ্ণুপদ মৃধা, দীপালি নন্দী, রুদ্রাণী দাসগুপ্ত। এই পর্বে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় খসড়া প্রস্তাব সংশোধনের জন্য ওয়েবেনের পক্ষ থেকে মতামত এবং প্রস্তাব রাজ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরে পাঠানো হবে।

দ্বিতীয় পর্বে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক সমীক্ষিত 'বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু' এবং 'বিদ্যালয়ে পানীয় জল এবং শৌচালয়ের পরিস্থিতি' বিষয়ক প্রতিবেদন দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবেনের মুখপত্র 'সমপথ' এবং পোস্টার উপস্থিত প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল গত ৪ অগস্ট, ২০১৯ দীঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আহ্বায়ক সমর বরণ মান্না সকল ব্লক প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান। ওয়েবেনের প্রাক্তন আহ্বায়ক দীপালি নন্দীর উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। ওয়েবেনের বর্তমান রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা প্রারম্ভিক ভাষণে ওয়েবেনের ইতিহাস, গুণমানের শিক্ষা, গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে বর্তমান কর্মসূচির বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে

জেলা আহ্বায়ক সমরবরণ মান্না বক্তব্য রাখছেন

উপস্থিত ছিলেন দীঘা-শংকরপুরের হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম আহ্বায়ক বিপ্রদাস চক্রবর্তী। তিনি শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষায় ওয়েবেনের কাজ ও ভূমিকার প্রশংসা করেন। রামনগর-১নং সিডিপিও-এর সুপারভাইসর শিবানী পাঁজা তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিশু সুরক্ষা নিয়ে কাজের নানা সমস্যার দিকে আলোকপাত করেন। শিশু সুরক্ষা ও শিশু অধিকারের বিষয়ে প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান ওয়েবেনের প্রাক্তন আহ্বায়ক দীপালি নন্দী। কাজল জনকল্যাণ সমিতির কো-অর্ডিনেটর বিবেকানন্দ সাহু তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন। জেলার ১০টি ব্লকের প্রতিনিধিরা সারাবছরের কাজের বিবরণ দেন এবং আগামীদিনে কাজের জন্য নানা পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন। জেলা আহ্বায়ক সমর বরণ মান্না জেলার সারাবছরের কাজ, সাফল্য এবং নতুন সদস্য বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল ওয়েবেনের সাফল্য, বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি কার্যকর করা, খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১৯ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান

সংগঠন সংবাদ

চেতনা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। জেলা নেটওয়ার্কের প্রবীন সদস্য ঠাকুরদাস মণ্ডল সভাপতির ভাষণে ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন।

শিক্ষার মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে এবং সংলাপের সহায়তায় গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে 'শিক্ষার মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ন' নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা

বিধায়ক বনশ্রী মাইতি বক্তব্য রাখছেন

হয়। দেবজ্যোতি লজে আয়োজিত এই সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাঁথি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বনশ্রী মাইতি। তিনি এই আলোচনাসভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং নারী মুক্তি ও নারীর আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আলোচনা করেন। তিনি বিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবের কথা বলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ওয়েবেন এবং সংলাপের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

পারুলিয়া মডার্ণ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুত্তম পৌরিয়ালি নারী শিক্ষার বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। তিনি নারীর আত্মসম্মানের জন্য এবং দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সামনে এগিয়ে চলার জন্য আহ্বান করেন সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের। তিনি বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে কিছু অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা শিক্ষা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেন। শিক্ষা অধিকার আইন যথাযথ কার্যকর করার জন্য তিনি অভিভাবক এবং গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে অভিভাবক হিসেবে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের ভূমিকা নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সংলাপের সম্পাদক তপতী ভৌমিক পাচার হয়ে যাওয়া শিশুদের ফিরিয়ে আনার পর বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে গিয়ে যে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করেন। একই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির জন্য মিড-ডে মিল নিয়ে বৈষম্যের বিরোধিতা করেন তিনি সকল শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থার দাবি জানান। এই প্রসঙ্গেই তিনি শিক্ষা অধিকার আইনের পরিসর বৃদ্ধি করে ১৪ বছরের পরিবর্তে ১৮ বছর পর্যন্ত করার দাবি জানান।

এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং ওয়েবেনের জেলা সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। মোট ৬১জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার ভিত্তিতে সকলে মিলিতভাবে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক সমরবরণ মান্না এবং তপন কুমার মণ্ডল। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপালি নন্দী এবং অনুত্তম পৌরিয়ালি।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সভা

গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়নের সেমিনার হলে পরবর্তী এক বছরের কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রবীর বসু সকল প্রতিনিধিকে স্বাগত জানান এবং সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। ২০১২ সালে ফোরাম গঠনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত যে সকল কাজ হয়েছে, তার এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেন চিররঞ্জন পাল। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য, গুণমানের শিক্ষা এবং শিক্ষা অধিকার আইনের ২৯ নং ধারার গুরুত্ব, শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব, শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা সপ্তরের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি এবং নিয়মাবলী নিয়েও আলোচনা হয়। রাজ্য শিক্ষা বাজেট বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে আলোচনা করেন বিপ্লব দাস। দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে কাজের জন্য পাঁচটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব অবস্থা জানতে সমীক্ষা, শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে গণসচেতনতা প্রসার, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন, সামুদায়িক শিক্ষা এবং ফোরামকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২নং ব্লকের উদ্যোগে কুলটিকরী প্রহ্লাদ মর্ডান হাই স্কুলে ছাত্রী এবং মায়েদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন, শিশু অধিকার, শিশু সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা সভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এগরা-২নং ব্লকের বি ডি ও রানী ভট্টাচার্য, কাজলা জন কল্যাণ সমিতির অনুরাধা মণ্ডল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক তপন কুমার মন্ডল, বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কুমুদ কুমার রঞ্জিত এবং শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ।

বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত

বাল্যবিবাহ আজও আমাদের দেশে এক বড় সামাজিক ব্যাধি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানা সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বাল্যবিবাহের প্রথার বিরুদ্ধে সেই সময় দিয়ে লেখা হয় নানা প্রবন্ধ, নাটক এবং বই। সেই সময়ের দুই অন্যতম ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁদের লেখায় বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। বিদ্যাসাগরের লেখা 'বাল্যবিবাহের দোষ' ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকারী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত বাল্যবিবাহ বিষয়ে পৃথক কোনও লেখা না লিখলেও ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ধর্মনীতি' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

বর্তমান বছরে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের দ্বিশতজন্মবর্ষ পালিত হচ্ছে বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে তাঁদের লেখা সমপথের পাঠকদের জন্য পুনর্মুদ্রণ করা হল।

বাল্যবিবাহের দোষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরিদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়। দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয় ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধি কৌশল এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শইয়াছেন, যদ্যতি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিনী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্যন্তকে নিরয়কগামী করে এবং তাহার পিতামাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোক সমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙতেও হয়।

ইহাতে যদিও কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্টসিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহার পাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশত আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়াম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায় পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুত প্রকৃতরূপে মনুষ্য গণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ফলত অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমাদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভদিনই' বা কতকালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধ হয় কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভদিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কতদিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সঙ্ঘর্ষণ করিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কতদিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণ পূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষত মনুষ্যজাতীয়ের। এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কতকাল পরে মনুষ্য জাতির এই বিবাহ সম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে। যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহ সম্বন্ধই ওই সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট রোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতা মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত বা স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবি সুখদুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির

সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়নসঙ্ঘঠনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেইবিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্য নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শরীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্গর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত শৈশবজায়াপতি সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কন শয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যপ্রযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্য পরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদেশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মূখ্য কারণ হইয়াছে। পিতা-মাতা সবল ও দৃঢ় শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না। যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকালবপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবস্তু বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয় সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চবিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীর পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্থ হইয়াছে বাল্যপরিণয় কি ইহার মূখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতিমধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিস্পন্ন হইত। যদ্যাপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকরয়োনিস্পন্ন গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল এবং এই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যপি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসঙ্গতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য কৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমাদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্ত্য লোকের সহিত আমাদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্বল ও সাহসবিহীন হয় এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদেশীয় বালক-বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্যা হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশবকালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকটে তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ্য অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রী-সমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষ-সমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখচন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশ সুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয় জননীর উপদেশ যেমন দ্যঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদেশ হইতে বাল্যবিবাহের নিয়ম দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্র সন্তানেরা স্ব স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেইদিনেই অর্ন্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেশন ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমূদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্ব্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ, সেই কন্যাদিগের পিতা মাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয়বিবাহ নিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা-মাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষাদান বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করিবেন, তদ্রুপ বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদ-প্রমোদ ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাক্ষির মূখ্যকাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ, গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া, বরং বারবার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরাবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতি কষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দূর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়

প্রথা না থাকিলে বালক বালিকাদের দুষ্কর্মাসক্ত হইবার সম্ভাবনা। এক কথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়া প্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদসৎ কর্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর কোথায়? অতএব অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবাবেদনের বিধি দৃঢ়তররূপ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায় এবং পতিবিয়োগদুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরাবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চরব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগা কুমারী উপবাসশর্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয়াবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দুমাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতামাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয় দ্বারা পরগৃহে বিসর্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায্য কর্ম। আর ভদ্রকূলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপ কার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্য পরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে আমরা অদ্যকার পত্রিকায় যাহা লিখিলাম, ইহা কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।*

*১৮৫০ খৃঃ অব্দে, মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সর্বশুভকরী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন রচনায় লেখকের নাম নাই। 'সর্বশুভকরী'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহের দোষ' রচনাটি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা ইহার উল্লেখ রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' ও শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিত 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত' গ্রন্থে আছে।

সূত্র : বিদ্যাসাগর রচনাবলী -প্রথম খন্ড-দেবকুমার বসু সম্পাদিত, মন্ডল বুক হাউস তৃতীয় মুদ্রণ ১ বৈশাখ, ১৩৮১

বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে

অক্ষয়কুমার দত্ত

...শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্তী হইলে,পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য নহে। যেমন, বীজ পরিপক্ক না হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, সেইরূপ, অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান তাদৃশ্য বল - বীর্য সম্পন্ন হয় না। বিশেষত যে সময়ে মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল থাকে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় সম্যকরূপে পরিপক্ক ও পরিশোধিত না হয়, তাঁহার সে সময়ের সন্তান অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সের সন্তান অপেক্ষায় কোনো কোনো অংশে হীন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, কি স্ত্রী কি পুরুষ, অল্পবয়সে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে। সন্তানের স্বভাব-দোষ এই প্রবল পাপের প্রধান প্রতিফল। যেমন, এক গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহার সংস্পর্শে অন্যান্য নিকটবর্তী গৃহও অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ, এই এক পাপ দ্বারা অন্যান্য অনেক পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে যে দেশে আপন আপন মনোমতো বর ও কন্যা মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তথাকার অনেকানেক অপরিনামদর্শী তরুণ-বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ রিপু-বিশেষের বশীভূত হইয়া অযোগ্য পাত্র বা কন্যার পাণিগ্রহণপূর্বক চিরজীবনের দুঃখ-সূত্র সঞ্চার করেন। তাঁহারা প্রিয় পতি বা প্রিয়তমা পত্নীর রূপ-লাবণ্য ও হাস্যকৌতুক দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়া যান এবং তদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া আপন আপন বিমুগ্ধ চিত্তকে পরস্পরের প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়ের দোষ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় উভয়েরই মোহাবরণে আবৃত্ত থাকে, কালক্রমে প্রকাশিত হইয়া উভয়েরই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যেও ঘটনাক্রমে কোনো কোনো দম্পতির যৌবনদশায় এই প্রকার প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে কলহরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর্বিভূত হইয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধি, বিদ্যাশিক্ষা ও বহু দর্শন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি পরিপক্ক ও পরিশোধিত হইয়া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হয় তাহার সন্দেহ নাই।

দারিদ্র-দুঃখ বাল্যবিবাহের আর একটি বিষময় ফল। এদেশের ভদ্রলোকেরা সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে পুত্র পৌত্রাদির বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন তাহাদের কার্যক্ষম ও উপায়ক্ষম হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহরূপ বন্ধন তাহাদের বিদ্যাশিক্ষারও এক প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। তাহারা বিদ্যা ও ব্যবসায় শিক্ষার কাল পায় না, অল্পকালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভারগ্রস্থ হইয়া পড়ে। তখন জ্ঞানানুশীলনই বা কোথায়? ধর্মালোচনাই বা কোথায়? স্বদেশের মঙ্গলচিন্তাই বা কোথায়? জীবিকা-নির্বাহোপযোগী ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনে অসমর্থ হইয়া কষ্টসৃষ্টে দিনপাত করিতে হয়। কী আক্ষেপের বিষয়! পরিবার প্রতিপালনের উপায় অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা যে কোনোক্রমেই কর্তব্য নহে, ইহা এদেশের লোকেরা ভ্রমেও একবার

স্মরণ করেন না এবং এই পরম শুভকর ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর-সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহাও বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করুন, আর না-করুন, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির অখণ্ড্য নিয়ম লঙ্ঘনের ফল অবশ্যই ফলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা যাবৎ জগদীশ্বরের নিয়ম-প্রণালীতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ তাঁহাদিগকে তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। বাল্যবিবাহ যে মহাপাতক, এই সমস্ত প্রতিফল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য-ভাব থাকা উচিত, অতএব তাঁহাদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্যূনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে। মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে থাকে, এ নিমিত্ত সমবয়স্ক ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ভাব ও একরূপ হইয়া পরস্পর প্রণয় সঞ্চারিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাঁহারা যেমন পরস্পরের ভাব-গ্রহ এবং প্রয়োজনাপ্রয়োজন আশু অনুভব করিতে পারেন, অসম-বয়স্ক ব্যক্তিরা সেরূপ পারেন না। ভর্তা ও ভার্যার বয়ঃক্রমের পরস্পর অধিক ন্যূনাধিক্য হইলে, সুচারু বয়স্য-ভাব সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং পিতা-মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকার হইলে সন্তানও সুলক্ষণ সম্পন্ন নির্দোষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উদ্বাহ-সংস্কার বিষয়ে অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের বিবাহের কাল নবম বর্ষ পর্যন্তই প্রশস্ত। কোনো কোনো বালিকা যে দশম বা একাদশ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকে, সেও গৌণ কল্প। এই নিমিত্ত, ৪০| ৫০ বর্ষ বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তিও নবম বা দশম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন এবং তদ্বারা আপনার অসুখ ঘটনার সূত্রপাত করিয়ে সন্তানের বিরুদ্ধ-স্বভাব উদ্ভাবিত করেন।

অতএব, বাল্যবিবাহ এক মহাপাপ। ভর্তা ও ভার্যার দারিদ্র, মুর্খতা ও উৎকন্ঠা এবং সন্তানের দুর্বলতা, নির্বীর্যতা ও সর্বাংশে নিকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। কিন্তু আমাদের দেশস্থ লোকেরা কী বিষম ভ্রান্তি! তাঁহারা এই অশেষ দোষাকর দেশাচারকে বিধি-বিহিত বিশুদ্ধ ব্যবহার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে ঘৃণাকর কদাচার সর্বনাশের হেতুস্বরূপ, তাঁহারা তাহা স্বর্গসাধন বোধ করিয়া সম্পাদনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পরম ন্যায়বান পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার সমুচিত শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এ নিমিত্ত, আমরা বহু কালবধি এই দুশ্ছেদ্য কুরীতি পাশে বদ্ধ থাকিয়া যথোচিত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি। এই কুপ্রথারূপ বিষম পাপকে এদেশ হইতে নির্বাসিত না করিলে, আমাদের কোনোক্রমেই আর ভদ্রস্থতা নাই। এই প্রবল পাপ প্রচলিত থাকিলে, আমাদের সুখ-সৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, আমরা পুরুষে-পুরুষে হীনাবস্থা ও উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিব।

পূর্বে ভারতবর্ষে উদ্বাহ-বিষয়ে এ-প্রকার কুৎসিত রীতি প্রচলিত ছিল না। যখন শ্রেষ্ঠ-বর্ণোদ্ভব পুরুষেরা গুরুগৃহে কেহ বা ছত্রিশ, কেহ বা চব্বিশ, কেহ বা অষ্টাদশ, কেহ বা দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষ দারপরিগ্রহ করিতেন এবং যখন স্ত্রীদিগের স্বেচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ (স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা) এবং বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনকার হিন্দুরা এক্ষনকার কুসংস্কারাবিষ্ট ভ্রষ্ট-স্বভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষায় সদাচারী ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

তখন উদ্বাহ - বিষয়ে এরূপ অধর্মজনক অত্যুৎকট নিয়ম বলবৎ ছিল না, সুতরাং তজ্জনিত দুঃখ ও যাতনাও তখন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয় যে, স্থানবিশেষে বর্ণ বিশেষের সদ্যপ্রসূত শিশুর বিবাহের বিষয় প্রস্তাবিত, এবং দুই-তিন মাসের বালক-বালিকার উদ্বাহ - সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া থাকে (সন্তান গর্ভে থাকিতেই পিতা-মাতা অন্য শিশুর পিতা-মাতাকে কহিয়া থাকেন, এবার আমরা কন্যা হইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। কী ঘৃণা ও কী লজ্জার বিষয়!)।

জার্মানি দেশে এ বিষয়ে এক পরম শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণ অধিকার হয় না। তদ্ভিন্ন, পুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবার মানস করেন, তাঁহার স্ত্রী পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য ও উত্তরকালে অবস্থোন্নতির আশা ও সম্ভাবনা আছে কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্মযাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমাদের দেশেও তদনুরূপ কোনো নিয়ম নির্ধারিত থাকা আবশ্যক, নতুবা কোনোকালে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

সূত্র : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমার দত্ত, সংগ্রহ ও সম্পাদনা - মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, জানুয়ারি, ২০০৫

বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহায়তায় বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল শিশু সুরক্ষা আয়োগের সভাগৃহে। গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এই আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। তিনি শিক্ষা অধিকার আইনের পরিধি বিস্তৃত করে প্লে - স্কুল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। শিশু সুরক্ষা আয়োগের সচিব সুদীপ্তা চ্যাটার্জী সকল শিশুর শিক্ষা, শিশুবান্ধব পরিবেশ এবং শিশু সুরক্ষায় পকসো আইনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর পক্ষে চিত্তপ্রিয় সাধু সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মতামত দেন। সেভ দ্য চিলড্রেন - এর পক্ষে মৌমিতা সাহা শিশু অধিকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা সভার এই পর্বে উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিশুরা সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেয়। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে। শিক্ষা অধিকার আইন এবং পকসো আইনের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রুচিরা গোস্বামী। শিশু সুরক্ষা আয়োগের কনসালটেন্ট ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী বিদ্যালয়ে যৌন নির্যাতন থেকে শিশুর সুরক্ষায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেন। সংযোগের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন রণিতা চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই আলোচনা সভায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের একজন প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির গুরুত্ব, শিশুবান্ধব পরিবেশ, জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা হয়।

ছবি - সৌজন্যে আশিস কুমার রায়

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক–এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা–৭০০০৩১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
দূরভাষ: ০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল: wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট : wben.info মুদ্রণে: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা–৭০০ ০০৯, দূরভাষ: ২২৪১ ৯৬৩৩ *অনুদান : ৬ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য